

Study Material for Semester- Vi

Paper – International Relation after 2nd World War

Given By- Suvendu Saha, (Assistant Prof) Dept. of History,

Bidhan Chandra College, Asansol

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অবদান

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন যে একেবারে ত্রুটিহীন ছিল একথা বলা যায়না। মূলত এই আন্দোলনের উদ্ভাবক ছিলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। তিনি মনে করতেন যে সামরিক জোট গঠন করে বিশ্বে কোনভাবেই শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় বরং এই জোট যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। সে জন্য তাঁর লক্ষ্য ছিল স্বাধীন ও পক্ষপাতহীন নীতি গ্রহণ করে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। যদিও অনেকে এই নীতির সমালোচনা করেছেন। সমালোচকদের মতে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলির মধ্যে নানা দিক দিয়ে পার্থক্য ছিল। এই দেশ গুলি ভৌগোলিক দিক থেকে এক অঞ্চলভুক্ত ছিল না। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকেও দেশগুলির মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য ছিল। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের বহু দুর্বলতা এবং সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এই আন্দোলনের যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। গুরুত্বপূর্ণ অবদানগুলি হল –

প্রথমত – উপনিবেশবাদ অবসানে এই আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এশিয়া এবং আফ্রিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সক্রিয় সমর্থন ছিল সর্বদা। জাতিপুঞ্জের অভ্যন্তরে নিরন্তর চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে তারা ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সমর্থন না পেলে ঐ দেশগুলি তাদের মুক্তি সংগ্রাম কে সফল করতে পারতো না। আর সফল না হলে হয়তো এশিয়া এবং আফ্রিকার বহু দেশ কে ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে আরও দীর্ঘদিন থাকতে হতো। কিন্তু এই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের ফলে কিন্তু তা হয়নি, বরং অনেক দেশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত – জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পালাবদলে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রথমদিকে বহু রাষ্ট্র এই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের গুরুত্ব কে অগ্রাহ্য করেছিল। তবুও দেখা যায় এই আন্দোলন কিন্তু তার প্রাসঙ্গিকতা হারায় নি। তার পরিবর্তে সাম্রাজ্যবাদ, নয়াসাম্রাজ্যবাদ

ও বৃহৎ শক্তির আধিপত্যের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন তার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি কে অনুসরণ করে সফল হয়েছে। এখন জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন বলতে বোঝায় সাম্রাজ্যবাদ এবং নয়সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন কে। এই আন্দোলন এশিয়ার এবং আফ্রিকার জনগণকে রাজনীতির দিক দিয়ে সচেতন করে তুলেছিল। এই আন্দোলনের প্রভাবে লাতিন আমেরিকা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শোষণ সম্পর্কে সচেতন হয়েছিল। কিউবা জোটনিরপেক্ষতাকে সমর্থন করলে লাতিন আমেরিকা আরও সচেতন হয়েছে। মার্কিন নয় সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে তারা হয়তো বেরিয়ে আসতে পারেনি, তবুও বলা যায় এর বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম আরও জোরদার হয়েছে।

তৃতীয়ত - এই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন আন্তর্জাতিক রাজনীতির দ্বি-মেরুপ্রবন প্রকৃতি পরিবর্তনে সাহায্য করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের প্রধান প্রধান দেশগুলি সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবিরে এবং মার্কিনদের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী শিবিরে ভাগ হয়ে পড়েছিল। সারা বিশ্বের রাজনীতির নিয়ামক হয়ে ওঠে উঠেছিল এই দুই গোষ্ঠী। ঠাণ্ডালড়াই, রাজনীতির দ্বিমেরুতা শক্তি রাজনীতি, রাষ্ট্রসংঘ ইত্যাদি সবকিছুর মূলে ছিল এই দুই অতি বৃহৎ শক্তি। কিন্তু বিশ্ব রাজনীতির মোড়কে ঘুরিয়ে দেয় এই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন। এই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কেবলমাত্র ভারত, মিশর, ইন্দোনেশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, লাতিন আমেরিকাতেও এই আন্দোলন প্রভাব ফেলেছিল। এই আন্দোলনের ফলে বিশ্বরাজনীতি আর কেবল মাত্র ঐ দুই মহাশক্তির নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে না। এর ফলে এশিয়া এবং আফ্রিকার ছোট ছোট দেশ গুলিও বিশ্বরাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ পেয়েছে। একাধিক রাষ্ট্রের যৌথ কণ্ঠস্বরকে কোন মহাশক্তি সে আমেরিকাই হোক বা সোভিয়েত রাশিয়ারই হোক অগ্রাহ্য করতে পারেনি। ছোট ছোট রাষ্ট্র যে আজ বিশ্বরাজনীতির পাদপ্রদীপে আসতে পেরেছে সে জন্য তার কৃতিত্ব অবশ্যই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের।

চতুর্থত - জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন অস্ত্র উৎপাদন, সামরিক মোর্চা গঠন, সামরিক ঘাঁটি তৈরি যে বিশ্বশান্তির পক্ষে বিপজ্জনক এ কথা বার বার প্রচার করেছে। বিশ্বশান্তিকে বজায় রাখা, আণবিক মারণাস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধ করা। মজুতকরণকে নিষিদ্ধ করা, অন্যরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা। শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসা ইত্যাদি নীতির মাধ্যমে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন পৃথিবীর রাজনীতিতে অন্য এক মাত্রা সংযোজন করতে সমর্থ হয়েছে।

পঞ্চমত - এই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিনিময় ও সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিবেশের গুণগত পরিবর্তন আনতে পেরেছে। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন আন্তর্জাতিক ব্যাবস্থায় তথ্য ও সংবাদ আদান প্রদানের উপর পুঁজিবাদী দেশগুলোর যে এক চেটিয়া প্রাধান্য এতকাল ছিল তা খর্ব করেছে। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর উদ্যোগে এই আন্দোলন ' New International Information Order' গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল।

জোটনিরপেক্ষ দেশগুলি নিজেদের মধ্যে তথ্য ও সংবাদ আদানপ্রদানের জন্য News Pool গঠন করেছিলেন। 'UNESCO' মাধ্যমে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলি সংবাদ পরিবেশনের উপর উন্নত দেশগুলির চাপ প্রতিরোধে সাফল্য অর্জন করেছে।

তাই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার সীমাবদ্ধতা আছে সত্য তবুও এই আন্দোলন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে এতে সন্দেহ নেই। এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য। দীর্ঘপথ অতিক্রান্ত করেও জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন তার নীতি থেকে সরে আসেনি। বরং এদের বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলনের কণ্ঠস্বর আজও জোরালো। উপনিবেশবাদের পুরো অবসান হয়তো এখনও হয়নি। তবে উপনিবেশবাদের সমর্থকেরা আজ কোণঠাসা। তারা জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির উপর আক্রমণ চালাতে সাহস পায়নি। এই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন মানবিক কল্যাণ সাধনেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বিশ্ব পরিবেশ সংরক্ষণ, সন্ত্রাস দমন, তৃতীয় বিশ্বে মাদকশক্তি প্রতিরোধেও এই আন্দোলন সমানভাবেও কার্যকর।